দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তনে সনদপত্র বিতরণ করেন

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করুন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা যেতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, তার সরকার ইতোমধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে তিনি এ কথা বলেন। ২১ বছর পরে অনুষ্ঠিত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১ হাজার ৫শ' ১৬ জন ছাত্রকে সনদ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২৬ জন ছাত্রকে দেয়া হয় ডক্টরেট ডিগ্রী, ২শ' ৪১ জনকে মাস্টার ডিগ্রী এবং ১ হাজার ২শ' ৪৯ জনকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী প্রদান করা হয় খবর বাসস'র।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত ১৯৬৮ সালের ২৮ মার্চ এবং দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ৩১ ডিসেম্বর

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে কোন সমাবর্তন ছাড়াই ৭ হাজার ৬শ' ৪৭ জনকে গ্র্যাজুয়েশন এবং ২ হাজার ৮৩ জনকে মাস্টার ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ও ডিগ্রীধারীদের এমন একটি বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবনের আহ্বান জানান— যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে সুষ্ঠুভাবে অবদান রাখতে পারে। তিনি বলেন, আমরা চাই সুষম ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী এগিয়ে নেয়ার উপযোগী একটি কৃষি প্রযুক্তি।

তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ কোটি কোটি জনগণকে নতুন করে জীবন শুরু করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাতে পারে এমন স্থায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবর্তনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী চ্যান্সেলর শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক এবং সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এসডি চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, এখানে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তার লক্ষ্য হলো দেশের কৃষি ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। আর তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশীদার এবং জাতীয় সমৃদ্ধির একটি নির্ভরযোগ্য সাথী।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, দেশের উর্বর ভূমি, পানিসম্পদ ও মানবসম্পদের পরিকল্পিত ও পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার সরকার কৃষি, গবাদি পশু ও মৎস্য বিষয়ে সমন্বিত নীতি প্রণয়ন করেছে।

বেগম জিয়া নিরক্ষতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণ এবং জনসংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভরতা অর্জনকে একটি বিরাট সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সাফল্যের প্রধান অবদান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য আবাসিক হল নির্মাণ, কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বহুলাংশে উন্নত হয়েছে। অপরদিকে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হ্রাস পেয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১১ হাজার ৬শ' ৯৯ জনকে গ্র্যাজুয়েশন, ২ হাজার ২শ' ৮০— জনকে মাস্টার ডিগ্রী এবং ২৬ জনকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ও সাবেক ভিসিগণ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্র্যাজুয়েটগণ উপস্থিত ছিলেন।